ইউনিট ১৩

বাংলাদেশের জনসংখ্যা

ভূমিকা

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে আর্থ-সামাজিক অনেক সমস্যার মূলে রয়েছে জনসংখ্যাধিক্য। এ জন্যই বাংলাদেশে জনসংখ্যাকে এক নম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে একথা সত্য যে, এই জনসংখ্যাকে সম্পদে রূপান্তরিত করতে পারলে জনসংখ্যা তখন হবে উন্নয়নের সহায়ক। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসম্পদ এ দু'ধরনের সম্পদের সমন্বয়ে ও সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হয়। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, জনসম্পদের এবং কর্মদক্ষতার উৎস হল জনসংখ্যা। জনসংখ্যা একটি সক্রিয় উপাদান। বস্তুত কাম্য পরিমাণ শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি একটি দেশের উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।

পাঠ ১ : বাংলাদেশে জনসংখ্যার স্বরূপ

উদ্দেশ্য :

এ পাঠ শেষে আপনি–

- অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনসংখ্যার প্রভাব কি তা বলতে পারবেন।
- ১৯০১ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত সময়কালে জনসংখ্যা কি পরিমাণ ও হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তার ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব কত তা উল্লেখ করতে পারবেন।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনসংখ্যার প্রভাব

অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনসংখ্যার গুরুত্ব অপরিসীম। জনসংখ্যা একদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি সহায়ক উপাদান; কেননা শ্রম ও সংগঠনের মত গুরুত্বপূর্ণ দুটি উৎপাদনের উপাদান সরবরাহ করে জনসংখ্যা। অপরপক্ষে জনসংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অধিক হলে উন্নয়নের পথে গুরুতর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কোন দেশে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ থাকলেও যদি প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনসম্পদ না থাকে তবে সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হবে না। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ব্যাহত হয়। অন্যদিকে, যদি কোন দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করতে যে পরিমাণ জনশক্তি প্রয়োজন সে পরিমাণেই থাকে, তবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

মনে রাখতে হবে যে, মানুষই প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে মানুষের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করে। এসব কাজে বহু লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। অপরদিকে, প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় কোন দেশে জনসংখ্যার পরিমাণ অধিক হলে, জনসংখ্যা তখন দেশের জন্য দায় বা বোঝা হিসেবে বিবেচিত হয়। এমতাবস্থায় অপ্রতুল সম্পদের উপর চাপ সৃষ্টি হয়। ফলে জনগণের মাথাপিছু গড় আয় বা উৎপাদন কম হয়, জীবনযাত্রার মান নেমে যায়, খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়, বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয়। সব মিলিয়ে উন্নয়নের গতি মন্থর হয়।

জনসংখ্যা ও ভূমির পরিমাণের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। কোন দেশের মোট ভূমির তুলনায় জনসংখ্যা বেশি হলে ভূমির উপর চাপ পড়ে। মাথাপিছু ভূমির পরিমাণ কম হয়, উৎপাদন ও সঞ্চয় হ্রাস পায় এবং ভোগ্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, জনসংখ্যার তুলনায় ভূমিসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ বেশি থাকলে মাথাপিছু উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, আয় ও সঞ্চয় বেড়ে যায়।

বাংলাদেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধি

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এই ক্ষুদ্রায়তন দেশে প্রকৃতপক্ষে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটেছে। সারণি-১ এ বিষয়টি দেখানো হল।

সারণি - ১

বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ

বৎসর	মোট জনসংখ্যা (কোটি)	জনসংখ্যা বৃদ্ধির % হার
১৯০১	২.৮৯	.৯০
১৯১১	৩.১৬	.৯৩
১৯২১	৩.৩৩	.৫৩
১৯৩১	৩.৫৬	.৬৯
১৯৪১	৪.২০	১.৭৯
১৯৫১	৪.৪২	০.৯২
১৯৬১	৫.৫২	২.১২
১৯৭৪	৭.৬৪	২.৭০
১৯৮১	৮.৯৯	২.৩৬
১৯৯১	১১.১০	২.১১

উৎস : Bangladesh Bureau of Statistics Census Report, 1991.

উপরের সারণিতে দেখা যায় যে, ১৯০১ সালে বাংলাদেশ ভূখন্ডে মোট জনসংখ্যা ছিল ২.৮৯ কোটি অর্থাৎ ২ কোটি ৮৯ লক্ষ। ১৯৫১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল কিছুটা মন্থর। ১৯৫১ এর পর থেকে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার লক্ষ করা যায়। ১৯৬১ সালে এদেশের জনসংখ্যার পরিমাণ ছিল ৫.৫২ কোটি অর্থাৎ ৫ কোটি ৫২ লক্ষ। কিন্তু মাত্র ৩০ বছরে অর্থাৎ ১৯৯১ সালে দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়ায় প্রায় ১১ কোটিতে। বর্তমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অব্যাহত থাকলে আগামী ২৫ বছরে বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হবে।

বাংলাদেশের মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। আয়তন একই রয়ে গেছে অথচ লোকসংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৮১ সালে প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল ৬২৪ জন, ১৯৯১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৭৫৫ জন। বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি। সারণি-২ এ বাংলাদেশসহ এশিয়ার কয়েকটি দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব দেখানো হল।

সারণি - ২

বাংলাদেশসহ এশিয়ার কয়েকটি দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব

দেশ	জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গকিলোমিটারে)
বাংলাদেশ	৮১০
ভারত	২৭৩
পাকিস্তান	১৬১
শ্রীলংকা	২৭০
চীন	১২৬
ইন্দোনেশিয়া	৯৯
মালয়েশিয়া	৫৮
দক্ষিণ কোরিয়া	১৯১

উৎস : World Population Data Sheet, 1993.

পৃথিবীতে এত কম আয়তন বিশিষ্ট কোন দেশে এত বেশি লোক বাস করে না। ক্ষুদ্রায়তন-এ দেশে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মাথাপিছু জমির পরিমাণ কমে আসছে। ক্রমবর্ধমান লোকের বসত বাড়ি, রাস্তা-ঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কল-কারখানাসহ বিভিন্ন ভৌত কাঠামো গড়ে উঠার কারণে চাষের উপযোগী জমির পরিমাণ আরও হ্রাস পাচ্ছে। বন কেটে মানুষ বসতি স্থাপন করছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। পরিবেশ দূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব কারণেই সরকার জনসংখ্যাকে দেশের এক নম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে এ সমস্যা দূরীকরণে তৎপর হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

- উন্নয়নের জন্য জনসংখ্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক উপাদান। শ্রম ও সংগঠন- এ দুটি উপাদান সরবরাহ করে জনসংখ্যা। কাম্য পরিমাণ শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি একটি দেশের উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।
- বাংলাদেশে প্রায় সকল সমস্যার মূলে রয়েছে জনসংখ্যাধিক্য সমস্যা। তাই এটি এক নম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত।
- পৃথিবীর যে কোন দেশের তুলনায় বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি— ৭৫৫ জন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৩.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যা কত ছিল?

ক. ১২.০০ কোটি
খ. ১১.১০ কোটি
গ. ১০.৮০ কোটি
ঘ. ১০.০০ কোটি

২। ১৯৮১ সালে বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব কত ছিল?

ক. ৭০০ জন
খ. ৬২৪ জন
গ. ৫২০ জন
ঘ. ৬৫০ জন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে জনসংখ্যার সম্পর্ক বর্ণনা করুন?

পাঠ ২ : জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাসমূহ

উদ্দেশ্য :

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জনসংখ্যা ও নিম্নমানের জীবন যাত্রার সম্পর্ক কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জনসংখ্যা কিভাবে খাদ্য ঘাটতির সৃষ্টি করে তা বলতে পারবেন।
- জনসংখ্যা কিভাবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিঘ্ন সৃষ্টি করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাংলাদেশে জনসংখ্যাধিক্যের প্রভাব

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। এই জনসংখ্যাধিক্যের কারণে সৃষ্ট সমস্যাবলী সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

১। দারিদ্র্য ও জীবনযাত্রার নিম্নমান : বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান খুবই নিম্ন পর্যায়ের। এদেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা দরিদ্র ও অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যেই বেশি। ফলে দারিদ্র্যের দ্রুত প্রসার ঘটছে এবং সমাজে বিত্তহীনদের সংখ্যা বাড়ছে। অন্যদিকে যাঁদের অবস্থা স্বচ্ছল এবং যাঁরা অধিক সন্তান পালনে সক্ষম তাঁদের সন্তান সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বর্তমানে ২৮৩ মার্কিন ডলার। নিম্ন আয় সম্পন্ন এ দেশের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কম। এই মানুষগুলো খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার মত মৌলিক চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয় না, তারা নানা বঞ্চনার শিকার হয়।

২। খাদ্য ঘাটতি : বাংলাদেশে কৃষিতে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঘটেছে খুবই সীমিত আকারে। কৃষিকাজে যতটা মূলধন নিয়োগ করা প্রয়োজন তাও অপর্যাপ্ত। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ লেগেই আছে। দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জনসমষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন না হওয়ায় খাদ্য ঘাটতি লেগেই আছে। প্রতি বছর গড়ে প্রায় ২০ থেকে ৩০ লক্ষ টন খাদ্য আমদানি করতে হয়। সম্প্রতি প্রাকৃতিক দুর্যোগমুক্ত কোন কোন বছরে বাংলাদেশ খাদ্য শস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের কাছাকাছি পৌঁছাতে সক্ষম হলেও দুর্যোগপূর্ণ বছরে খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ বেড়ে যায়।

৩। কৃষি জমির উপর চাপ : দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের সীমিত চাষযোগ্য জমির উপর জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৮১ সালে বাংলাদেশে মাথাপিছু জমির পরিমাণ ছিল ০.৩৩ একর। ১৯৯১ সালে এই পরিমাণ কমে দাঁড়িয়েছে ০.২৯ একরে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জমিগুলো খণ্ড-বিখণ্ড এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। দরিদ্র কৃষক, প্রান্তিক কৃষক ও ভূমিহীনদের সংখ্যা বিগত বছরগুলোতে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বর্তমানে মোট কৃষকের প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ।

৪। বেকার সমস্যা : দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের বেকার সমস্যা আরো প্রকটতর করে তুলছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি আশানুরূপ বৃদ্ধি না পাওয়ায় কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা সীমিত রয়ে যাচ্ছে। ফলে বেকার সমস্যা দিন দিন তীব্র আকার ধারণ করছে।

৫। শিল্পোন্নয়নের সমস্যা : বাংলাদেশ শিল্পোন্নয়নে খুবই পশ্চাদপদ। ব্যাপক অশিক্ষার কারণে আমাদের অধিকাংশ শ্রমিকই অদক্ষ। অধিক জনসংখ্যার কারণে জীবনযাত্রার মান নিচু এবং তারা শারীরিক দিক দিয়েও দুর্বল। শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের যোগানও সীমিত। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য অনুৎপাদনশীল ব্যয় বৃদ্ধি পায় ও সঞ্চয় কম হয়। সুতরাং বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের অভাব লক্ষ্য করা যায়।

৬। মূলধন গঠনের সমস্যা : অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার লক্ষে সঞ্চয় বৃদ্ধি এবং মূলধন গঠন একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে পরিবারের আয়তন বড়। আমাদের সঞ্চয়ের হার অন্যান্য দেশের তুলনায় খুবই কম। কাজেই শিল্প ও বাণিজ্যে মূলধনের অভাব দেখা যায়।

৭। নির্ভরতার হার বেশি : দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে নির্ভরতার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে ১৫ বছর থেকে ৬০ বছর বয়সী জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। অর্থাৎ বাকি অর্ধেক লোক পরনির্ভরশীল এবং অনুৎপাদনশীল। এ ধরনের নির্ভরতা গোটা সমাজের অগ্রগতির পথে বাঁধাস্বরূপ।

৮। উন্নয়নের সুফল কেন্দ্রীভূত : অধিকহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এবং একই সঙ্গে উন্নয়নের গতি মন্থর হওয়ার কারণে সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফল ভোগ করছে, আয় ও সম্পদ ব্যবহারে বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে, বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

৯। স্বাস্থ্যহীনতা ও অপুষ্টি : দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ব্যাপক দারিদ্র্য, পরিমিত স্বাস্থ্য সুবিধার অভাব, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ইত্যাদি কারণে স্বাস্থ্যহীনতা ও অপুষ্টি এদেশে একটি স্বাভাবিক অবস্থার রূপ নিয়েছে। বিশেষ করে প্রসূতি অবস্থায় চিকিৎসার সুবিধা না থাকায় মা ও শিশু মৃত্যুর হার অত্যন্ত বেশি।

১০। দুরারোগ্য রোগ : জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে একদিকে খাদ্য ও পুষ্টির যেমন অবনতি ঘটছে অন্যদিকে সামাজিক পরিবেশেরও দ্রুত অবনতি ঘটছে, অসামাজিক কার্যকলাপ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষ একে অন্যের সংস্পর্শে আসছে। এর ফলে 'এইডস' নামক একপ্রকার দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা দিচ্ছে। হিউম্যান ইমিউনো-ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস (HIV) নামক এক প্রকার অতি সূ² ভাইরাস মানবদেহে প্রবেশ করে এ রোগের সৃষ্টি করে। এ রোগকে বলা হয় Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে এ রোগের বিস্তার ঘটেছে। বাংলাদেশ এর বাইরে নয়। বাংলাদেশের বেশ কিছু লোক এ রোগের শিকার হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। এ পর্যন্ত পৃথিবীতে এক কোটিরও বেশি লোক এ রোগে আক্রান্ত হয়েছে। এই রোগের নির্ভরযোগ্য কোন প্রতিষেধক ওষুধ এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। এ রোগের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে সুষ্ঠু ও সুন্দর সামাজিক পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। মানুষের মধ্যে সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করতে হবে।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের বহু সমস্যার মূলে রয়েছে এই দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণসমূহ

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে বাংলাদেশের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যার পরিমাণ অনেক বেশি। অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশের মত বাংলাদেশের জনসংখ্যার উচ্চহারের পেছনে যেসব কারণ আছে তাদেরকে মোটামুটিভাবে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দুভাগে ভাগ করে দেখানো যায়। নিম্নে এগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

(ক) সামাজিক কারণ

১। শিক্ষার অভাব : বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর। শিক্ষার অভাবে তারা
নিজেদের ভাল-মন্দ বুঝতে সক্ষম হন না। তাদের মধ্যে দূরদর্শিতা ও দায়িত্ববোধের অভাব পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষার অভাবে এই অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে পারে না। এজন্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি আশানুরূপ সাফল্য অর্জনে সক্ষম হচ্ছে না।

২। নারী শিক্ষার অভাব : বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। পুরুষের তুলনায় নারী এ দেশে শিক্ষায় পশ্চাৎপদ। শিক্ষার অভাব ও রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির জন্য মেয়েরা ন্যূনতম স্বাধীনতা থেকেও বঞ্চিত। তাই তারা পরিবার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কর্মসূচীতে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারে না।

৩। সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার : বাংলাদেশে বহুবিধ সামাজিক ও ধর্মীয় কূসংস্কার প্রচলিত আছে। অশিক্ষা ও ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যই আজো সমাজে গোঁড়ামী ও কুসংস্কার বিরাজমান। এই গোঁড়ামী ও কুসংস্কার এদেশে উচ্চ জন্মহারের জন্য বিশেষভাবে দায়ী।

৪। বাল্য বিবাহ ও বহুবিবাহ : বাংলাদেশে, বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে। এখনও শতকরা ৫০ জনের বিবাহকে বাল্যবিবাহ হিসেবে গণ্য করা যায়। ১৮ বছর বয়স হবার আগেই অনেক মেয়ের বিয়ে হয়। তারা অনেক কম বয়সে বৈবাহিক জীবন শুরু করে। দীর্ঘ বৈবাহিক জীবনে অনেক সন্তান জন্ম লাভ করে। তাছাড়া এ দেশে বহু বিবাহ এখনও চালু আছে এবং উচ্চ জন্মহারের এটি অন্যতম কারণ। বাল্যবিবাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য কাবিন নিবন্ধনকরণ বাধ্যতামূলক করা হলেও এটা অনেকে এড়িয়ে যান। কাবিন নিবন্ধন না করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কাবিনের শর্তাবলী ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই জানা উচিত।

৫। পুত্র সন্তান কামনা : বাংলাদেশের অনেক পিতা-মাতা পর পর কয়েকটি কন্যা সন্তান হওয়ার পরও পুত্র সন্তান কামনা করেন। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আরও বেড়ে যায়।

৬। জলবায়ু : উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর প্রভাবে বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা অপেক্ষাকৃত কম বয়সে বয়ঃসন্ধি লাভ করে। অতি অল্প বয়সেই জনক-জননী হয় এবং এ কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

খ) অর্থনৈতিক কারণ

১। দারিদ্র্য : বাংলাদেশের বেশিরভাগ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে এবং এই দারিদ্র জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ। জনসংখ্যাধিক্যের সমস্যার সঙ্গে তারা মোটেই পরিচিত নয়। অশিক্ষা, চিত্তবিনোদনের সুযোগের অভাব, পরিকল্পিত জীবন ধারা সম্পর্কে অজ্ঞতা অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য দায়ী।

২। জীবনযাত্রার নিম্নমান : বাংলাদেশে জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিচু। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা সুবিধাসহ ন্যূনতম চাহিদা তাদের অপূরণীয় থেকে যায়। এদেশের সাধারণ জনগণ উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উন্নত জীবনযাত্রা সম্বন্ধে নিরাসক্ত। সন্তান-সন্ততি পালনের ব্যয় কম, তাদেরকে উপযুক্তভাবে গড়ে তোলার স্পৃহা কম। ফলে পিতা-মাতাগণ অধিক সন্তান লাভে কোন দ্বিধা অনুভব করেন না।

৩। কৃষিপ্রধান অর্থনীতি : বাংলাদেশের প্রধান উপজীবিকা কৃষি। কৃষকগণ কৃষিকাজের সুবিধার্থে অধিক সন্তান কামনা করে এবং এটা উচ্চ জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

৪। শিশু মৃত্যুরহার : বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুর হার অনেক বেশি। যেহেতু জন্মের পরে অনেক শিশু বেঁচে থাকে না তাই এই অনিশ্চয়তা কাটিয়ে উঠতে মা-বাবা বেশি শিশু জন্মের ব্যাপারে আগ্রহী।

৫। নির্ভরশীলতা : বাংলাদেশের সমাজে নির্ভরশীলতার হার বেশি। বৃদ্ধ বয়সে এই নির্ভরশীলতা যাতে অনেক সন্তানের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যায় এজন্য অধিক সন্তান জন্ম দেওয়ার প্রবণতাও বেশি। সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা না থাকায় একাধিক সন্তানের উপর এই নির্ভরশীলতা বিস্তৃত করতে অধিক সন্তানের জন্ম দেওয়ার ব্যাপারে মা-বাবা আগ্রহী।

বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত বাংলাদেশেও গত ৩-৪ দশকে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও অন্যান্য প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। যেমন, ১৯০১ সালে মৃত্যুহার ছিল প্রতি হাজারে ৪৫ জন, ১৯১৩ সালে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৩০ জন। ১৯৯১ সালে মৃত্যুহার হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে প্রতি হাজারে ১৩ জন।

একদিকে উচ্চ জন্মহার অব্যাহত রয়েছে, অন্যদিকে মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। ফলে নীট জনসংখ্যার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সারসংক্ষেপ

- বাংলাদেশের মত একটি জনবহুল দেশে জনসংখ্যাধিক্য যে সমস্ত সমস্যার সৃষ্টি করে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল : দারিদ্র্য, খাদ্য ঘাটতি, কৃষি জমির উপর চাপ, বেকার সমস্যা, শিল্পোন্নয়নের সমস্যা, মূলধন গঠনের সমস্যা, নির্ভরতার হার বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যহীনতা, অপুষ্টি, রোগব্যাধি ইত্যাদি।
- বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণগুলোকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক এ দুভাগে ভাগ করা যায়। উভয়ক্ষেত্রেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনেকগুলো কারণ রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৩.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে মাথাপিছু জমির পরিমাণ কত ছিল?
ক. ০.৪০ একর খ. ০.২৯ একর
গ. ০.৩৩ একর ঘ. ০.৩৫ একর

২। এইডস রোগ সংক্রামিত হয় কিভাবে?
ক. এমিবা জীবাণু দ্বারা খ. ব্যাকটেরিয়া দ্বারা
গ. এইচআইভি দ্বারা ঘ. অতি সূক্ষ প্রাণী দ্বারা

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সামাজিক কারণগুলো বর্ণনা করুন।
২। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অর্থনৈতিক কারণগুলো বর্ণনা করুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১। জনসংখ্যা ও নিম্ন জীবনযাত্রার সম্পর্ক কি তা আলোচনা করুন।
২। জনসংখ্যা কি করে খাদ্য ঘাটতির সৃষ্টি করে তা বুঝিয়ে বলুন।

পাঠ ৩ : জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের উপায়

উদ্দেশ্য :

এ পাঠ শেষে আপনি–

- জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের উপায় কি তা বলতে পারবেন।
- অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিক্ষার প্রসার ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি কিভাবে জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান আনতে পারে তার ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

বাংলাদেশ জনসংখ্যা সমস্যায় জর্জরিত। দেশের জন্মহার নিয়ন্ত্রণ করা অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের জন্য যে সব উপায় অবলম্বন করা যায় তা আলোচনা করা হল :

১। অর্থনৈতিক উন্নয়ন : জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের অন্যতম প্রধান উপায় হল অর্থনৈতিক উন্নয়ন। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ও সুষ্ঠু ব্যবহার, দ্রুত শিল্পায়ন, কৃষির আধুনিকীকরণ, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং একই সাথে মানব সম্পদের উন্নয়ন সাধন করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে হবে। উন্নত জীবনের ছোঁয়া পেলে জনসাধারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানোর যৌক্তিকতা খুঁজে পাবে, পরিবার ছোট রাখতে উৎসাহী হবে এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির প্রসার হবে।

২। জনসংখ্যার cbeÈb : বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল বা জেলাগুলোর মধ্যে জনসংখ্যার ঘনত্বের বেশ পার্থক্য আছে। যেমন, ঢাকা বা কুমিল্লা জেলার জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক বেশি। অথচ সে তুলনায় দেশের হাওড় অঞ্চল, পাহাড়ি এলাকা বা উত্তরাঞ্চলের এলাকাগুলোতে এই ঘনত্ব অনেক কম। এমতাবস্থায়, জনসংখ্যার পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে জনসংখ্যা সমস্যার কিছুটা সমাধান করা যেতে পারে।

৩। আন্তর্জাতিক স্থানান্তর : পৃথিবীর যে সব দেশ ঘনবসতিপূর্ণ সে সব দেশ থেকে কম ঘনবসতিপূর্ণ দেশে লোক পাঠানো যেতে পারে। কানাডা, অষ্ট্রেলিয়াসহ পৃথিবীর বেশ কিছু দেশে জমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ প্রয়োজনীয় সংখ্যক মানুষের অভাবে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। ঘনবসতিপূর্ণ দেশ থেকে এসব দেশে মানুষের স্থানান্তরের সুযোগ করে দেওয়া যেতে পারে। অতীতেও এরূপ ঘটেছে। কিন্তু বর্তমানে এ ব্যবস্থার সুযোগ সীমিত; অনেক দেশ আইন করে বিদেশীদের আগমনের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে।

৪। শিক্ষা বিস্তার : জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের জন্য দেশে ব্যাপক শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন। উচ্চ জন্মহারের অসুবিধা, শিশু মৃত্যু প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে জনসাধারণের সম্যক উপলব্ধি গড়ে তুলতে শিক্ষার প্রসার আবশ্যক। শিক্ষিত জনগণ জীবনযাত্রার মান উঁচু রাখার জন্য পরিবারের আয়তন সীমিত রাখে। তাই ছোট পরিবারের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলতে শিক্ষা সুদূর প্রসারী অবদান রাখতে পারে।

৫। কর্মসংস্থানের বহুমুখীকরণ : বাংলাদেশে বিভিন্নমুখী কর্মসংস্থান, যেমন– কুটির শিল্প স্থাপন, হাঁস-মুরগি ও পশু পালন, মৎস্য চাষ, পোশাক তৈরি, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সংযোজন শিল্প ইত্যাদি গড়ে তুলতে পারলে কর্মসংস্থান, বিশেষ করে মহিলাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। ফলে জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পাবে। এজন্য কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার আবশ্যক।

৬। আইন প্রণয়ন এবং যথাযথ বাস্তবায়ন : বাংলাদেশে সরকার ঘোষিত আইন কার্যকরী করে জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান করা যায়। বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ রোধকল্পে বিয়ের ন্যূনতম বয়স পুরুষের জন্য ২১ বছর এবং মেয়েদের জন্য ১৮ বছর বেঁধে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এর প্রয়োগ খুবই কম। ব্যাপক প্রচার ও গণসচেতনতা বৃদ্ধি করে এ আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

৭। পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন : জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের অন্যতম উপায় হল পরিকল্পিত পরিবার গড়ে তোলা। সুপরিকল্পিত উপায়ে পরিবারের সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করাকে পরিবার পরিকল্পনা বলে। শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করে ও সমাজের গোঁড়ামী দূর করে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি জনপ্রিয় করা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার রোধ করা সম্ভব।

৮। মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি : মা ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধি করে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে আনা যায়। মা যদি পর পর অধিক সন্তান জন্ম দেয় তাহলে মা ও শিশু উভয়ই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। মা ও

শিশুর স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে মানুষ অধিক সন্তানের কামনা বাদ দিবে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে যাবে।

সারসংক্ষেপ

- বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের জন্য যে সব উপায় অবলম্বন করা যায় তা হল :
  (ক) অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা;
  (খ) জনসংখ্যার পুনর্বণ্টন করা;
  (গ) মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি;
  (ঘ) শিক্ষার বিস্তার;
  (ঙ) কর্মসংস্থান গড়ে তোলা;
  (চ) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
  (ছ) পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৩.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। আইন অনুসারে বাংলাদেশে ছেলেদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স কত?
ক. ২৫ বছর খ. ২১ বছর
গ. ২৮ বছর ঘ. ২৩ বছর

২। আইন অনুসারে বাংলাদেশে মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স কত?
ক. ১৮ বছর খ. ২২ বছর
গ. ২০ বছর ঘ. ১৫ বছর

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের উপায়গুলো আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১। অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমাতে সাহায্য করে?
২। জনসংখ্যার পুনর্বণ্টন ও আন্তর্জাতিক স্থানান্তর বলতে কি বুঝায় তা আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

অনুশীলনী ১৩.১ : ১। খ ; ২। খ

অনুশীলনী ১৩.২ : ১। খ ; ২। গ

অনুশীলনী ১৩.৩ : ১। খ ; ২। ক

mgvß